বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Recycling Materials

আমরা সবাই জানি রিসাইক্লিং বা সম্পদের পুনঃব্যবহার একটি উত্তম পন্থা। এতে কম শক্তির প্রয়োজন হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ কম ব্যবহার হয় আর স্থানীয় ময়লার ভাগাড়ে কম ময়লা জমা হয়। রিসাইক্লিং করা যেতে পারে এমন কিছু সামগ্রীর তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

১. **কাগজ** জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে কাগজের পুনঃব্যবহার করে ৩৪% থেকে ৬০% এনার্জি কম খরচ হয়।

২. **হার্ডবোর্ড বা কাগজের শক্ত বোর্ডঃ** নতুন হার্ডবোর্ড তৈরীর চাইতে রিসাইকেল করে ব্যবহার করলে ২৪% কম এনার্জি খরচ হয়।

৩. **অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী সামগ্রীঃ** অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসোসিয়েশন এর মতে অ্যালুমিনিয়াম হলো শতভাগ রিসাকেল যোগ্য পন্য যার গুনগত মান রিসাইকেল করার পরও অক্ষুন্ন থাকে। আবার অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী রিসাইকেল করতে ৯৫% কম এনার্জি লাগে একইরকম নতুন অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী করার চাইতে। তার মানে একটি নতুন পন্য তৈরী করতে যে এনার্জি লাগে তা দিয়ে ২০টি রিসাইকেল পন্য তৈরী করা যায়।

এছাড়া প্লাস্টিক বোতল, কাঁচ ও কাঁচের তৈরী সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, গৃহস্থালী বিভিন্ন সামগ্রী রিসাইকেল করা যায়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Recycling Materials

এছাড়া নিচে বর্ণিত কর্মকান্ড গ্রীন এনভারনমেন্ট তৈরীতে সহায়তা করে।

- প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে বেশি বেশি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ লাগানো।
- তরল ও কঠিন ও বায়বীয় বর্জ্য এর পৃথক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- অকেজো কাগজের পুনর্ব্যবহার – প্ল্যান্ট ডিজাইন, স্থাপন করা এবং ব্যবস্থাপনা করা।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইটিং এবং গ্রিড-ফ্রি স্ট্রিট লাইট।
- পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সতর্কতার উপরে কারিকুলাম তৈরি করা।
- রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যথাসাধ্য কমিয়ে জৈব পদার্থের ব্যবহার বাড়ানো।
- গ্রিন স্কিল ব্যবহার করা ও বজায় রাখা।